হরিণাকুণ্ডুতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও এক ব্যক্তিকে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। উক্ত ভ্রাম্যমান আলাদত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুস্মিতা সাহা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসান হাফিজ।

নিয়মিত বাজার মনিটরিং সেলের মাধ্যমে হরিণাকুন্ডুর মেসার্স রাসেল ট্রেডার্সকে অবৈধ স্যার রাখার অপরাধে নগত ৩০ হাজার টাকা এবং হরিণাকুণ্ড হল বাজারের ব্যবসায়ী মেসার্স রিফাত ট্রেডার্সকে নগত ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

অপরদিকে সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সেলিম আহমেদ নিয়মিত বাজার মনিটরিং সেলের মাধ্যমে হরিণাকুন্ডু বেল্টুর মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অতিরিক্ত দামে তরমুজ বিক্রির অপরাধে ওমর আলী নামে একজন ব্যবসায়ীকে নগত ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

বাড়ি বাড়ি ভিজিএফ’র কার্ড পৌঁছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেরপুরের ৯ টি ওয়ার্ডের ৫ হাজার গরিব ও অসহায় পরিবারের মাঝে ভিজিএফ এর চাউলের কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এসমস্ত কার্ড বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিগত কিছুদিন থেকেই ভিজিএফ এর চাউলের কার্ড বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবার ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের গরিব ও অসহায়

পরিবার বেছে বেছে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান নিজ হাতে এ সকল কার্ড বিতরণ করছেন।

এসময় মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিতে সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পৌরসভার গরিব ও দুস্থ মানুষের জন্য বরাদ্দ করা চালের ভিজিএফ কার্ড নেওয়ার মানুষ পৌরসভা কার্যালয়ে এসে ধরনা দিচ্ছেন। গরিব ও দুস্থ মানুষের জন্য বরাদ্দ এসব ভিজিএফ কার্ড জনপ্রতিনিধি ছাড়াও দলীয় লোকজনের কাছের লোকদের মাঝে বিতরণ করা হয় এমন অভিযোগ অনেকেই দেয়। এই জন্য আমি নিজে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রতিটি পরিবারের হাতে এ কার্ড তুলে দিচ্ছি।

এসময় সেখানে, প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান, কাউন্সিলর মির জাহাঙ্গীর, আব্দুল্লাহ হেল বাপ্পি, মহিলা কাউন্সিলর আলপনা খাতুন, সহ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আগে পৌর এলাকার ১,২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ভিজিএফ এর চাউলের কার্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যানরাই জেলা পরিষদের প্রশাসক

সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যানদের জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন। বুধবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে মন্ত্রীর বরাত দিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. হায়দার আলী এ তথ্য জানান।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, স্ব স্ব জেলা পরিষদের সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যানদের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন পরিষদ গঠন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

এর আগে গত ১৭ এপ্রিল মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় দেশের ৬১টি জেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে সরকার। এদিন স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

উপসচিব মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের মেয়াদ প্রথম সভার তারিখ থেকে ৫ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিষদগুলো বিলুপ্ত হয়েছে।

দামুড়হুদা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

দামুড়হুদা উপজেলা রঘুনাথপুর গ্রামের শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ এ স্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা দিবস।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১০ টা সময় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি শহীদ লতিফ মিল্টন, সহ সভাপতি, মোঃ রফিকুল ইসলাম, এবং কমিউনিটি ক্লিনিক এর সদস্য বৃন্দ। অনুষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন রঘুনাথপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের (সিএইচসিপি) মোঃ আবদুল হান্নান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীসহ আরো অনেকে।

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে জমিসহ ঘরের চাবি পেলেন

দামুড়হুদা ৮ টি পরিবার

ঈদুল ফিতরকে উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা ৮টি পরিবার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার জমিসহ ঘরের চাবি । মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পর্যায়ে (ক শ্রেণির) ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উপলক্ষে মঙ্গলবার সকল ১০ টা দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদে চত্বরে মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন।

এতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দামুড়হুদা উপজেলা ৮টি ঘরসহ সারাদেশে ৩২ হাজার ৯ শত হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে জমিসহ ঘরগুলো হস্তান্তর ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার সভাপতিত্বে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাজিয়া আফরিন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিসনার ভুমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হয়রত আলী, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, যুবলীগের নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, জনপ্রতিনিধিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

এসময় ভূমিসহ ঘর পেয়ে হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যরা অত্যান্ত আনন্দিত ও আবেগে আপ্লূত। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় ভিজিএফ এর চাল বিতরণ

আলমডাঙ্গার খাসকররায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়। খাসকররা ইউনিয়নের ১ হাজার ৬১৮ জনের মাঝে ১০ কেজি করে ভিজিএফ এর চাল দেওয়া হয়।

চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাছফির আহমেদ মল্লিক লাল, ইউপি সচিব মোঃ আশাদুল ইসলাম, ইউনিয়ন ভূৃমি কর্মকর্তা মোঃ ছামছুদ্দীন, তিয়রবিলা ক্যাম্প ইনচার্জ মোঃ সালাউদ্দীন। এছাড়াও ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলো।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ঈদের বাজার

আর কিছু দিন পরেই আনন্দের উৎসব ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমজমাট বেচাকেনা চলছে মেহেরপুর শহরের জামা-কাপড় ও কসমেটিকসের দোকান গুলোতে।

দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় ক্রমেই আরো বাড়ছে। এ বছরে মেহেরপুরের মার্কেটে ভারতীয় পোশাকের চাহিদা বেশি। নানা রকম ডিজাইন আর হিন্দি সিনেমার নাম অনুসারে বেশ জনপ্রিয় ভারতীয় পোশাকগুলো এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুষ্পা, কেজিএফ এবং কাঁচা বাদাম।

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার ও হোটেল বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকে মধ্যে রাত পষর্ন্ত ঈদের কেনা কাটা করতে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও ভিড় লেগেই আছে দোকান গুলোতে।

মেয়েদের পোশাকের ভিতরে নানা ধরনের থ্রীপিচ ও শাড়ি বেশি বিক্রয় হচ্ছে। এবার ঈদে মেয়েদের থ্রীপিচ পাওয়া যাচ্ছে সর্বনিম্ন ৫’শ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩৫’শ টাকা পষর্ন্ত। আর শাড়ি সর্বনিম্ন ১৫’শ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পষর্ন্ত।

এবিষয়ে দোকানিরা বলছেন, ঈদের দিন যত কমে আসছে আমাদের বেচাকেনা ততোই বাড়ছে। ঈদের আর কিছু দিন বাকি আছে। আশা করা যাই আমাদের বেচাকেনা আরো বাড়বে।

আমাদের কাছে ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক আছে। এবার ঈদে মেয়েদের বাহারি রকমের থ্রিপিস ও শাড়ি, ছেলেদের জিন্স প্যান্ট ও জামা আছে বলে জানালেন দোকানিরা।

এবার ঈদে ছেলেদের পোশাকের ভিতরে চায়না জিন্স প্যান্ট, টি-শার্ট ও শার্ট সব চেয়ে বেশি বিক্রয় হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পাঞ্জাবি তো আছেই।

ছেলেদের জিন্স প্যান্ট সর্বনিম্ন ৬’শ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা পষর্ন্ত আর টি শার্ট সর্বনিম্ন ৪’শ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পষর্ন্ত পাওয়া যাচ্ছে। পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে ৫’শ থেকে ১৫ শ টাকার মধ্যে।

পোশাকের দোকান ছাড়াও কসমেটিক দোকান গুলোতে যেন ভিড়ের কমতি নেই। পোশাকের পাশাপাশি কসমেটিকের দোকান গুলোতেও ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুরে ঘর পেলো ৪০টি পরিবার

মেহেরপুরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার হিসেবে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৩য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমে জমির দলিলসহ বাড়ি হস্তান্তরের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর প্রদানের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন পরবর্তীতে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলার ৪০ টি পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বরুপ ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প ২ এর আওতায় ৩ য় পর্যায়ে সদর উপজেলায় প্রাপ্ত ঘর ৪০ টি। এর মধ্যে কুতুবপুর ইউপিতে ১৩ টি, আমদহ ইউপির বামনপাড়ায় ২৭ টি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডঃ ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহানউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান শাহজামান, সেলিম রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের দুই শতক জমিতে ও দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা ঘরের সাথে রয়েছে রান্নাঘর, টয়লেট ও বারান্দা।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ৩২৯০৪ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করেছেন।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলার ০৪ টি উপজেলা হতে ৩য় পর্যায়ে ৩১৭ টি ঘরের মধ্যে ১৫১ টি পরিবারের নিকট স্বপ্নের নীড় হস্তান্তর করা হয়।

অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে দরিদ্র জনগনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অতি মূল্যবান এই উপহার প্রদান করা হয়। ৩য় পর্যায়ে ৩১৭টি ঘরের মধ্যে ১৫১টি গৃহ হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৪৯টি, আলমডাঙ্গায় ৪৩টি, দামুড়হুদায় ২৩টি ও জীবননগরে ৩৬টি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা এর আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৪৯ টি ঘরের দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আজগর টগর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, এলজিইডির নির্বাহী প্রৌকশলী অমিতাব সানা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়া,ঘঝও উপ-পরিচালক জামিল সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে সভাপতি সরদার আল-আমিন,সাধারন সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, জেলা আওয়ামীলিগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক অ্যাড. শামসুজ্জোহা,সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান,বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক সহ বীরমুক্তিযোদ্ধাগন,সরকারী দপ্তরের প্রধানগন,ইউপি চেয়ারম্যান আলি হোসেন জোয়ার্দ্দার,আল মাহামুদ রতন ও উপকারভোগী নারী-পুরুষ।

প্রধান অতিথী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আজগর টগর সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামেন আ: আজিজ ও বেগমপুর ইউনিয়নের রেশমা খাতুনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

চুয়াডাঙ্গায় পথ শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী প্রদান

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশ একের পর এক জনবান্ধব পুলিশং-এ নজির স্থাপন করে চলেছেন।

ঈদের আনন্দ সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা পথ শিশু ও প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়, জাহানারা যুব মহিলা সংস্থা, পলাশপাড়া, চুয়াডাঙ্গা’র ৬৬ জন পথ শিশু প্রতিবন্ধি শিশুকে “ঈদ উপহার সামগ্রী” হিসাবে সেমাই, চিনি, ডাল, চাল, জিরা, মসলা, কিচমিচ,পেয়াজ, রসুন ও নুডুলস্ প্রদান করেন।

ঈদ উপহার সামগ্রী পেয়ে পথ শিশু ও প্রতিবন্ধি শিশুরা খুবই আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের প্রধান পুলিশ সুপার মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে পুলিশ সুপার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সু- স্বাস্থ্য কামনা করেন এবং তাঁর এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন মোঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃ মুন্না বিশ্বাস পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।